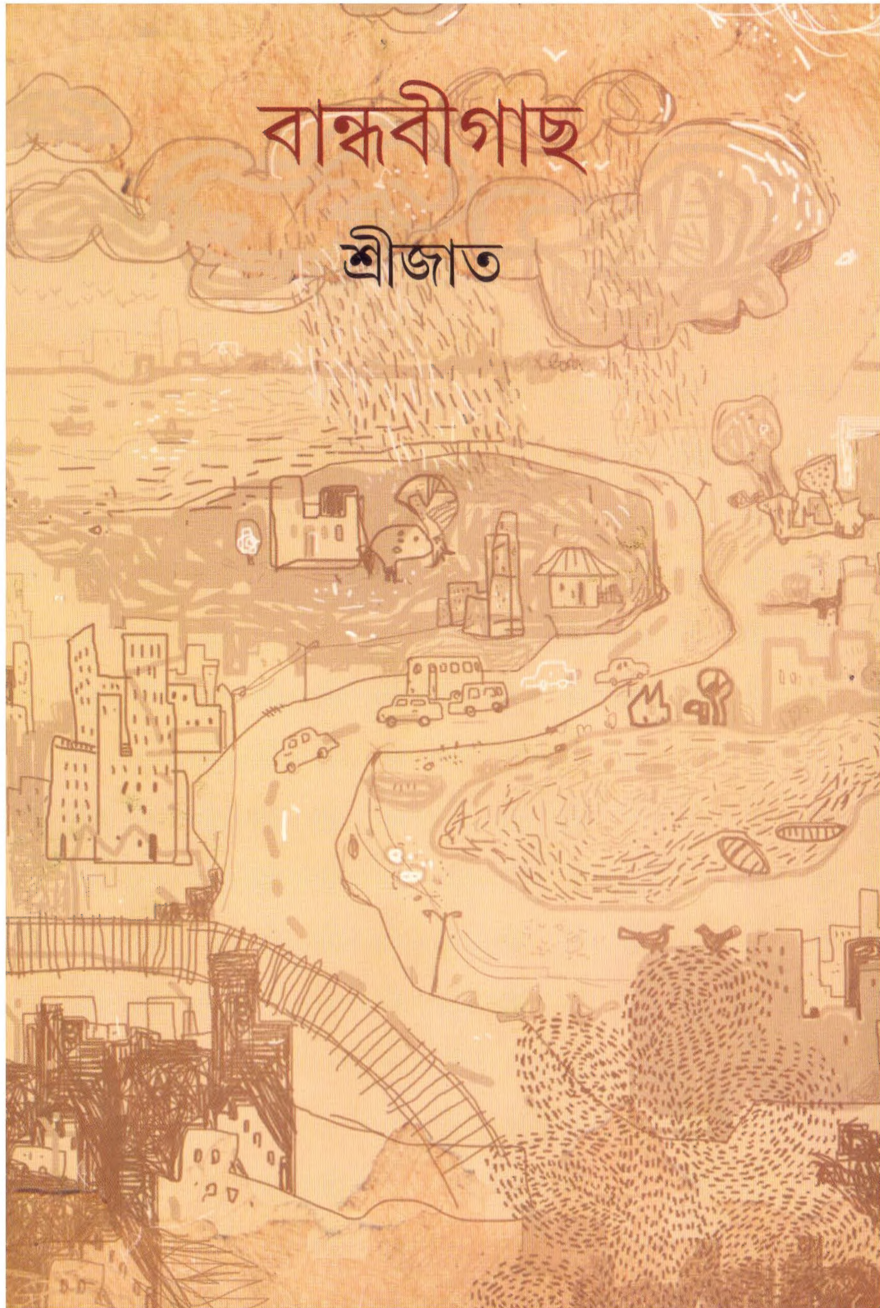

বান্ধবীগাছ
শ্রীজাত

সব মহাদেশ পেরিয়ে আসা ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা মুখে
তোর জন্যে লিখতে পারি আবার একটা প্রেমের লেখা

সূচি

বর্ষাতিমন

বর্ষাতিমন, তোমার সঙ্গে ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়া
শুকনো পায়ের ফুটপাথিয়া কোনদিকে যায় দেখতে হবে
দিনের শেষে লোকাল ট্রেনে মুখ গুঁজেছে একলা চড়াই
পৌঁছতে তার অনেক দেরি, পৌনে ছ'টা বাজছে সবে।

বর্ষাতিমন, তোমার সঙ্গে দেখা হলেই ঝক্কি বাড়ে
বেশ তো ছিলাম ফিরতি ট্রামের জানলা ঘেঁষে বাদামবিলাস
কিন্তু সে আজ ভিড়ের মধ্যে কী যাচ্ছেতাই নজর কাড়ে
বই পড়ছে। মুখটি নিচু। তাকাক তবু, চাই অছিলা...

বাড়ি গিয়েই চা চাপাবে, পোশাক বদল, ফুলঝুরি চান
তপ্ত জলের স্ফুলিঙ্গ সব ছড়িয়ে পড়বে এদিক ওদিক...
একদিন সে বলেওছিল, 'সত্যি বলুন, আপনি কী চান?'
বর্ষাতিমন, সে-আক্ষেপ তো রয়েই গেল আজ অবধি।

মুড়ির বাটি, মেয়ের পড়া, স্বামীর কোনও খবর কোথাও...
স্কুলের খাতা ডাঁই হয়েছে। রাত জাগা আজ। চোখের বালি।
কালকে আবার লোকাল ট্রেনে মুখ বুজে সব অসভ্যতাও...
বর্ষাতিমন, আজ্ঞা করো, মেঘগুলো সব উপড়ে ঢালি?

ফোন করে সব... কিংবা দেখা? দু'কাপ কফি, হালকা গরম?
পাতলা আঙুল হাতের মুঠোয় ধরেই আমার সমস্তটা...
অথবা এক চিঠির ভাষায়... বর্ষাতিমন, আজ্ঞা করো
তোমার কাজ তো মুছিয়ে দেওয়া চোখের নীচের একটা ফোঁটা।

কিন্তু আমার দৌড় এটুকুই। ফিরতি ট্রামের বাদামবিলাস।
এই লাইনে ট্রেন চলে না। কেবল দেখি অনেক দূরে
একলা চড়াই উড়তে উড়তে পেরিয়ে যাচ্ছে পাথরটিলা
ক্লান্ত একটা ডানার ছায়া; মফস্‌সলের সন্ধে জুড়ে...

পরি ও আমরা

আমাদের সময় বড্ড কম।
তবু আজ সন্ধে হলে শিখিয়ে দেব পরিকে সংযম।

ডানা তার আলতো টোকায় টুপ...
সে কেমন অবাক এবং ঠোঁটের ছোঁয়ায় জলের মতোই চুপ।

বুকে তার তিনটে মোটে তিল
তুলে আন, আন রে তোরা আঙুলডগায় কয়েক ফোঁটা নীল

চুলে তার হাওয়াপাথরদিন
আমাদের মুখ ডুবিয়ে বালক হয়ে থাকাই সমীচীন।

তবু আজ গলার কাছে দাঁত,
ভেসে যাক রক্তকমল, বুঝুক কেমন বিয়ের আগের রাত!

ঘুমে তার কষ্ট হল খুব
কারা সব ঘাস সরিয়ে নৌকো নিয়ে জলার ভেতর ডুব...

নোঙরের রাস্তা মুছে নে...
ও তোরা ফেরার আগে ফের পরিকে পাথর করে দে।

শুধু তার ঠোঁটের কোণে আজ
লেগে থাক অল্প কিছু, কাল লোকে যার নাম রাখবে 'লাজ'...

বন্ধু

মেঘ করেছে সন্ধেবেলা। একলা তুমি।
ডাঙায় অনেক ঝুটঝামেলা, জলে কুমির।

না-কাচা টপ, ময়লা স্কার্টের আড়াল থেকে
প্রজাপতির রং ধরেছে মনপেরেকে।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেছ কোন মিছিলে...
ভাল্লাগে না? তাই কি হঠাৎ স্টেটাস দিলে?

বন্ধ চোখে হাজার চোখের রোজপাহারা
মুহুর্মুহু মিলিয়ে নেওয়া, দেখছে কারা...

ফেরার পথে তড়কা রুটি, রামের বোতল
কান্নাকে হুস। আজ যদি কেউ সঙ্গী হত...

হয়তো আছে, হয়তো সে আজ ছোট্ট ছাদে
জমতে থাকা শ্যাওলা দিয়েই মনকে বাঁধে।

হয়তো তোমার বন্ধু সেও। ফেসবুকে নেই।
হয়তো তোমায় ডাকতে চায় না, একলা জেনেই।

তাকেই ডাকো। একটা রুটি ভাগ করে খাও।
কান্না-পাওয়া ঠোঁটদুটোকে বাঁচতে শেখাও।

সবাই জানে, কী করো আর কোথায় থাকো
আজ অজানার পাঁচিল ঘেরা যে-ছেলেটির হদিশ পেলে...

লুকিয়ে রাখো, বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখো।

প্রিয় চড়াই

জাপটে ধরে বলব, 'আমায় চাই?'
বৃষ্টি তখন উল্টোডাঙার মোড়ে
নরম গালে মাখিয়ে দেব ছাই
জানিস না তুই, পাখিরা রোজ ওড়ে?

ডানার ভাঁজে মুখ ঘষব, বেশ।
ভিড় করে সব দেখবে কেমন যা তা।
লজ্জা উধাও, ওড়না যখন শেষ...
এক মুহূর্ত থমকাবে কলকাতা।

পাখির নীড়ের মতো না, তোর চোখ।
আমিই বরং বলব, 'ছিলি কোথায়?'
আজকে একটা হেস্তনেস্ত হোক
দিস না বাধা, আমার অসভ্যতায়।

ঠোঁটের গায়ে ঠোঁটের গরম ফুঁ...
বৃষ্টিভেজা শরীর দ্যাখে সবাই
মন কখনও দেখতে পারে, হুঁ?
ধর তো দেখি, আয় তোকে আজ জবাই।

জাপটে ধরে থাকব বহুক্ষণ
রাত নামবে উল্টোডাঙার মোড়ে
অন্ধ আকাশ, বন্ধ টেলিফোন...
দুটো মানুষ জলের ভাষায় পোড়ে।

'কী হচ্ছে কী?' বললে খাবি চড়।
আদর খেয়েই চুপ হ, প্রিয় চড়াই
দুটো পাখির ঠোঁটেই এখন খড়...
চল না, তাদের আবার প্রেমে পড়াই?

দার্জিলিং

দুটো চারটে সূর্য কিন্তু উঠছে রোজই
তোমার মুখে
সামনে পেয়েও মান দাওনি, দৃশ্যভোজী
আগন্তুকের

অনেকগুলো যুগের মতো একটা পাহাড়
আকাশগামী
বুঝতে পারি, এই এলাকায় কুয়াশা তার
গৃহস্বামী।

হাঁটছ তুমি রেলিং ধরে। খাদের দিকে
তাকাচ্ছ না।
আগন্তুকের কাজ তো কেবল বাতাস লিখে
আকাশ শোনা।

কোন হোটেলে? সঙ্গে কারা? সেসব আমার
জানার কী দায়?
কেবল জানি এমন দৃশ্যে, সন্ধে নামার
আগেই বিদায়।

বলবে কিছু? বলবে না কি? হাতব্যাগে আজ
অনেক রুমাল?
রেলিং ঘিরে ঠান্ডা ওঠে... শীতের পেঁয়াজ
অনন্তকাল...

আজই কেবল একটা সূর্য ডুব দিয়েছে
তোমার চোখে
মরবে, তবু চাইবে না সে সঙ্গ যেচে,
অন্য লোকের...

শব্দ

শব্দ যখন ভাঙতে থাকে, কাটতে থাকে
ব্যর্থ তখন এক-টেলিফোন বার্তাবাহক
ফেরার পথের সাহসটুকু দাও আমাকে,
তারপর নয় লিখিও উহা ফিরৎ চাহো।

বৃষ্টিসড়ক, দৃষ্টিসড়ক ঝাপসা হল।
মরসুমি মন অন্য কোথাও চায় ঠিকানা।
ভাবতে বসি, এমন বোকা হয় কেন লোক?
রহস্য। তার ডাকনাম তো বলতে মানা।

নাম ডেকেছি যেমন-তেমন। ইচ্ছেমতো
একলা চোখের প্রতিধ্বনি কেমন নোনা...
শব্দ করেই বন্ধ হল সদর ফটক...
ফেরার কোনও ইচ্ছে আমার, না, ছিল না।

এক-টেলিফোন শব্দ নিয়েই থাকব এখন।
মরব, সেটা জেনেও কিন্তু চাইনি সুযোগ
রাজার মতো মাথায় নিয়ে ফিরছি, দ্যাখো,
তোমায় আমি ভালইবাসি, এই অনুযোগ!

কাব্যপ্রতিভা

তোমার চোখের টোপ দিয়েছি কাব্যপ্রতিভাকে।
জল আর মাছে খুব মিলেছে, নড়ছে না তাই ফাতনা
ফকির বলে, মনের কথা কবিতাতেই থাকে।
কিন্তু কী লাভ? আমার হাত তো শঙ্খ ঘোষের হাত না।

এ-হাতে চুপ শব্দশালিখ, বাজে না জোড়-ঝালা
জলের ধারে দিন কেটে যায়... অপেক্ষারাই সঙ্গী
গুপ্তধনের দরজা পেলেও, খুলছে না তার তালা
বুঝতে অনেক সময় গেছে, কোন আগুনে কোন ঘি।

জলের তলায় মন রেখেছি। জলের নীচে দু'চোখ।
তোমার জন্যে আসবে লেখা? কাব্যি নামক কন্যা?
অনেকদিনের শ্যাওলা জ'মে। যত্ন করে মুছো।
আর যা-ই হোক, আমার মন তো শঙ্খ ঘোষের মন না।

অনেকদিনের চেনা

দাঁড়িয়ে দূরে। অনেকদিনের চেনা।
আজকাল যার সঙ্গে থাকো, সে না।

একলা তুমি কফিশপের ভেতর
ঝগড়া করে পালিয়ে এলে। সে তো

দাঁড়িয়ে আছে উল্টো ফুটপাথে
আগের মতোই ব্রিফকেসটা হাতে

তোমার কফি আসতে দেরি, তারও
বাস আসতে মিনিট পাঁচেক আরও।

আজকাল যার সঙ্গে থাকো, হঠাৎ
মনে হচ্ছে ফুরিয়ে গেছে কথা।

আজ ফের সেই ঝগড়াঝাটি ক'রে
বসেছ কফিশপের ভেতরে।

উল্টোদিকের ফুটপাথে যে, তাকে
ডাকবে নাকি, সময় যদি থাকে?

আঙুল দিয়ে নাড়ছ চামচ, মনে।
ভাবছ সে লোক যাবে কতক্ষণে

আসলে তার অনেক আগেই যাওয়া
আগের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে হাওয়া

আজকাল তো আকছার এসব ঘটে—
প্রাক্তন বর, প্রেমিক ভবিষ্যতের!

রংমশাল

ওর ভেতরে বারুদ ভর্তি।
রঙিন, যখন অন্যে জ্বালে।
ওদের কিন্তু তিন পুরুষের
ব্যবসা আছে রংমশালের।

এক ডাকে সক্কলে চেনে
নুঙ্গি থেকে চম্পাহাটি
সে কেন রোজ তোমার কোলে
খুঁজতে আসে শীতলপাটি?

তুমিও তেমন, ঠান্ডা ভীষণ
রোদে দেওয়াই হয়নি তোমায়
উনিশ হল। তফাত বোঝো,
রংমশালে, দেওয়াল বোমায়?

আজ দেওয়ালি। পাড়ায় টুনি।
চরকি হাউই তুবড়ি দারুণ।
হঠাৎ যদি সামনে আসে,
আবার বলবে, 'রাস্তা ছাড়ুন?'

রাস্তা দিতেই চাইছে তো সে
ঝাঁকড়া চুলে সলতে পাকাও
কাছে এলেই বারুদসীমা
যাচ্ছে না আর দূরে থাকাও।

অনেকদিনের উপোসী ঠোঁট
না-হয় তাকে না আটকালে
বরং তোমার জমিয়ে রাখা
আগুন দিও রংমশালে...

আগুন

তোমার কাছে সবার আগুন পৌঁছে দেব।
যন্ত্রণা আর খিদের মতো টাটকা আগুন।
আমায় তুমি ভালইবাসো, এই তো অনেক।

পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান, ঘুপচি সেলুন
সন্ধেবাজার, বিশুর কোচিং, জাগৃতি ক্লাব
তোমার আমার ব্যাপারটা ঠিক কেউ জানে না।

কেবল জানি দিগন্তে যে-আকাশরেখা
তার ওপারেও অনেক অনেক মানুষ থাকে
তারাই জানে আমরা যে আজ পরস্পরকে...

কারণ তারা একই রকম আগুন পোহায়
একটু খিদের, একটু হয়তো যন্ত্রণারও
তাদের আগুন তোমার কাছে পৌঁছে দেব।

তুমি সেসব তোমার মধ্যে জমিয়ে রেখো
মুঠোর মধ্যে, না বালি নয়, জোরের মতো
ঠিক সময়ে অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেবে।

একদিগন্ত মোমের আলোয় দেখবে তখন
সবার খিদে ঝলমলিয়ে উঠছে কেমন
যন্ত্রণারা দূরের হয়েও একইরকম।

তুমি আমায় ভালইবাসো, এই তো অনেক।
কিন্তু তোমার ভালবাসার একটু দূরে
অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ডাকো।

আর কিছু না। ভালবাসার অন্ধকারে
সবাই মিলে আগুন জ্বাললে ভাল দেখায়।

প্রস্তাব

ঠিক যেরকম আজকে তোমার মুখের ওপর পড়ন্ত রোদ্দুর
আমারও খুব ইচ্ছেপাঁচিল শ্যাওলাধরা, সন্ধে ভেঙে চুর

ঠিক যেরকম কাঁদলে তোমার অফিসফেরত রুমাল জানে সব
আমারও বেশ মেঘ করেছে, ব্যালকনিতে আষাঢ়ে বিপ্লব

ঠিক যেরকম বারুদ তোমার বন্ধু না তাও আগুন চেয়েছ
আমারও আজ ফুলকি দেখে আর না-পেরে ঠিকরে পড়ে চোখ

ঠিক যেরকম মেসেজ লিখেই ডিলিট আবার ওপাশ ফিরে শোও
আমারও রোজ ভাল্লাগে না, বিরক্তিকর সামান্য তর্কও।

ঠিক যেরকম তোমার মুখে এলাচসুবাস, গলার কাছে ঘাম
আমারও সব ভুল পথে যায়। সঙ্গে কেবল পুরনো ডাকনাম

ঠিক যেরকম মেট্রোতে রোজ মুখ বুজে সব ভুলতে চাওয়ার ছল
আমারও দিন ব্যর্থতা পায়, সন্ধেবুকে ক্লান্ত মফস্সল....

ঠিক যেরকম ঝাপসা দেখাও, বারান্দাতেই কাটতে থাকে রাত
তাকিয়ে দ্যাখো, নীচেই আমি ফুটপাথে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি।
ঠিক করে নাও, ধরবে আমার হাত?

রাগিণী

কড়ি মা আর শুদ্ধ নি-এর মিশেল
মাঝখানে মন আগলে রাখে রেখাব
তোমার সঙ্গে মিল দিতে হয় কীসে
সে-কৌশলও তোমার কাছেই শেখা

হঠাৎ দেখা কাব্যপাঠের আসর
একটু কথা, মঞ্চ থেকে নেমে
জগজিৎ আর কোহেন ভালবাসো
রাতের ডানা ঝাপটাল এসএমএস

ফোনের কাছে সকল কথা স্বীকার
সপ্তাহ মাস বছর পার ক'রে
কখন যেন জন্মাল অধিকার
কখন তোমায় জাপটে নিলাম জোরে...

তারপর সব ওলোটপালট ধুলো
ঝড়ের বেগে মুঠোয় পোরা আকাশ
তারপর মন শরীর পেতে শুলো
শরীর তখন মনের চেয়েও ফাঁকা।

আমায় তুমি নিয়ম করে বকো
আমি তোমায় বশ করি তখনই
কথায় কথায় পার করেছি কখন
সহস্র এক আরব্য রজনী...

জিভের দোষও কাটিয়ে দিতাম কথায়
এই শহরের গোপনতম ছাদে

কিন্তু তোমার তুখোড় নীরবতায়
কেমন যেন কইতে কথা বাধে।

কেউ বুঝিনি কীভাবে ঝড় ওঠে
মগজ তখন বুকের নীচে পোষা
নরম আঙুল, পুরনো আখরোটে
আলতো করে ছাড়িয়ে নেওয়া খোসা...

এক রাতে সব গল্প জমে বরফ
গিরিখাতের গভীরে তার বাড়ি
স্বাদ পেরিয়ে গন্ধ ছুঁয়ে মরো
রাত কেটে যাক, সকাল থেকে আড়ি।

সেই থেকে সেই আড়িই হয়ে আছে।
যেমন থাকে ছোটবেলার প্রেমে
বৃষ্টির দাগ, মাঝবয়সি কাচে...
রাতের ডানায় চোখ ঢাকে এসএমএস...

পাথর কবেই গড়িয়ে গেছে জলে
সাক্ষী শুধু মনখারাপের টিলা
আজ অনেকে অনেক কথা বলে
ভাল তোমায় সত্যি বেসেছিলাম।

কয়েকদিনেই দেওয়া-নেওয়া সারা
তোমায় শুধু শতাব্দী-পার চিনি
এই শহরের আকাশে চুপতারা
সন্ধেবেলার ঝিলমিল রাগিণী...

গাছের ভেতর একটা লেখা

গাছের ভেতর একটা লেখা শেষ করেছি।
বহু বছর কোটর থেকে কোটর ছুটে
পায়ের তলায় কাঠবেড়ালির ঘর বাঁচিয়ে
গাছের ভেতর একটা লেখা। তোমায় নিয়ে।
সেই কবে শেষ রোদ দেখেছি। এখন আমি
হাত ঝাঁকালে ঘাম নয় আর। পাতাই পড়ে।
নতুন পাতার জন্যে আমার ধুকপুকুনি
একটু আলোর জন্যে আমার হাঘরপনা
হয়তো নুয়েই পড়তে পারি পরের ঝড়ে।
তার আগে আজ একটা লেখা বাগানমুখর
একটা লেখা কাঠখোদাইয়ের ভূমিকাহীন
শেষ করেছি তোমায় নিয়ে। বিশ্রাম নেই।
হাওয়ার তাড়ায় ডালপালা যেই ঝামুরঝুমুর,
বাতাস লেগে পাতার গায়ে শিরশিরানি,
এতদিনের সমস্ত লেখাকে আমার
একটা লেখার মতো করেই উড়িয়ে দিলাম।
এবার আমায় কাটো, পোড়াও, বিক্রি করো
আর পাঁচটা গাছের মতোই গাছ ভেবে নাও।
তোমায় নিয়ে একটা লেখা, যেটা কেবল
আজ এখুনি এইমাত্র শেষ করেছি—
ওই চলেছে পাতায় পাতায় বাতাস নিয়ে
ওকে চেনাও।

ঠিক ওরকম

ঠিক ওরকম তাকাস কেন?
যেমনটা সে তাকাত?
ফুলগুলো সব ঘ্যানরঘ্যানর...
নুয়েই পড়ে শাখা তোর।

একটা ফুলের ইচ্ছে চিঠি
একটা ফুলের রেডিয়ো।
গানের মধ্যে ভুল জ্যামিতি।
ঠিক যেরকম জেদি ও...

গায়ের রঙে তপ্ত বাদাম
চোখ বেঁধেছিস কাজলে
একইরকম লাগাস ধাঁধা
সন্ধেবেলার সাজ হলে।

কিন্তু তোকে, ভুল হবে না,
অন্য বলেই চিনি আজ।
টগর থেকে সমঝে কেনা
কবরখানার জিনিয়া...

কাঁদবি না আর। এই যে, তাকা—
গাল ধুয়ে যাক কাজলে
থাকব আমি, যেমন থাকার।
মোম নেভে না, না-জ্ব'লে।

সামনে এগো, ছটফটিয়া
তাকাস না আর এদিকে
বিদায় ছাড়া দেব কী আর?
রাখব মনে। জেদিকে।

ভূতের গল্প

অন্ধকারের ছমছমে হাত, চমকে গেছে গা
কে তোর পিঠে হাত রেখেছে? 'অমন করে না'

কে বলল রে? চেনা গলা? আবছা মুখের সে
ছাদের ধারে হাত বাড়িয়ে ধরতে এসেছে।

কাঁদছিলি বেশ আপনমনে, জোরসে অভিমান...
এমন সময় ঠান্ডা হাতে ওড়না ধরে টান।

যেমন ভূতে ভয় পেতি তুই, ঠিক হয়েছে, বল?
সন্ধেবেলায় একলা ছাদে কাঁদতে আসার ফল।

জানতিসই তুই, তবুও তোকে টান মেরেছে ছাদ
বেশ হয়েছে। ভূতের বুকেই মুখ লুকিয়ে কাঁদ!

তারিফ

ওর কাছে যাও, তন্বী গলা
যে রোজ তোমার ছন্দ মাপে,
সঞ্চারীকে আগলে রেখে
শুনিয়ে দিও অন্তরা ফের।

চোখ বুজে তার চরকি তারিফ
পথ খুঁজে নেয় সুরের ভেতর
'ওই দুটো লাইন, ওই যে, আহা...'
এই কি তবে অভিপ্রেত?

হরকতে তার মন ভরে যায়
হসরতে সে জয়পুরী না
এখন তুমিই চাইলে পারো
এক ঝটকায় খাদের কিনার।

গানের ডালি উপচে রাখো।
একটু বিপদ থাকবে, তবু
একদিন নয় গানের খিদেয়
মাংশাসী হোক পতঙ্গভুক।

কাঁথাস্টিচ

হৃদয়জোড়া কারুকাজ।
ব্যথার সুতোয় কাঁথাস্টিচ।
শেষ হয়েছে সবে আজ—
তোমার কাছেই পাঠাচ্ছি।

কেমন করে গেছে দিন
সাক্ষী ছিল শিমুলকাঠ
এখন দু'চোখ আলোহীন
ঝলসে গেছে কী উল্কা!

ফেরার পথে দানিয়ুব।
পাহাড়সবুজ, খাদের নীল...
অল্প সাহস, দ্বিধা খুব
কাদের ফেলি, কাদের নিই...

খোঁজ রাখি না আমি ওর—
দস্যি ছিল বাতাসটি
কেমন লাগে জানিও
হৃদয়জোড়া কাঁথাস্টিচ।

এই শহরের প্রেমের লেখা

সামনে কাটা। পুজোর আগেই জলের পাইপ।
একটু গেলেই তিনখানা ভ্যাট। পৌরলরি।
রাষ্ট্রপতির ঝটিকা ট্যুর, থমকে ট্র্যাফিক।
দশ হাত দূরে ফ্লাইওভারের লম্বা চারা।

বৃষ্টি হওয়া সারাবিকেল, জল থইথই।
স্কুল ছুটি হয়। কলকলিয়ে বাচ্চারা সব।
শান্তি চেয়ে কোন এক পার্টির মহামিছিল।
যা খুশি তাই বিক্রিবাটা রাস্তাজুড়ে।

ডানদিকে জোর অ্যাক্সিডেন্ট। নো এন্ট্রি তাই।
বাঁয়ে অচল সিনেমা হল। ভাঙছে এখন।
মেট্রো রেলের কাজ চলছে। আস্তে চলুন।

এই শহরে তোমার আমার জায়গা কোথায়?

গিঁট বাঁধা সব জটিলতার শেকল ছিঁড়ে
সময় বলতে সাকুল্যে এই দেড়টি ঘণ্টা।
কোথায় দাঁড়াই, কোথায় বসি? সব আটকানো।

এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট এই ট্যাক্সি চেপে
অনেকটা দূর যাব ভেবে এইটুকুনি।
হাতের মধ্যে হাত থাকলেও সময় হারায়।

'অওর আগে যায়েগা নহি, লেমে পোড়ুন'।
লাইসেন্সে নাম দেখেছি। সন্তোক সিং।
পেছন ফিরে অল্প হাসে। খুচরো হবে?

সন্ধে নামে বাঘের মতো, চুপ আর হঠাৎ।
আমরা আবার ফিরব যে-যার জটিলতায়।
কেবল যাবার আগেই তোমার হার-না-মানা
চোখ বলে দেয়,
কালও আবার এই সময়েই...

প্রেমিকজনের চিঠি

আছি, কিন্তু নেই এখানে।
স্থবির, কিন্তু খরস্রোতা।
আমার কাছে জীবন মানে
উইন্ডস্ক্রিনে বৃষ্টিফোঁটা।

চার দশকের চৌকাঠে দিন
রোদ্দুরও নেই তেমন বিশেষ
মুঠোই কেবল একটু জেদি।
কে জানে হার মানবে কীসে...

তারই মধ্যে এসে দাঁড়াও
ফের সমস্ত ওলটপালট
সন্ধে চেনে আমার পাড়াও।
এবারে রাত নামলে ভাল।

শান্ত আছি। শান্ত থাকি।
কিন্তু হঠাৎ ঝড়ের বেগে
ঝাপটে আসে আগুনপাখি—
চোখ খুলে যায় বৃষ্টি লেগে।

ভাল্লাগে না ঘরের শোভা।
ইচ্ছে করে পথেই হারাই...
বাঁচলে মরি সহস্রবার
একটু করে জীবন সারাই।

ইচ্ছে করে শরীর ভেজাই।
ইচ্ছে করে পালাই কোথাও।
ইচ্ছে করে চুপ করে যাই।
ইচ্ছে করে অসভ্যতাও।

তোমাকে খুব ইচ্ছে করে।
যে তুমি ওই ছাতার আড়াল—
লোকটা নামেই পোশাক পরে।
আসলে আদ্যন্ত চাঁড়াল।

তোমায় সে খুব মুঠোয় ভ'রে
ছুড়বে কোনও দূর সীমানায়
রাস্তাগুলো এমনি ঘোরে।
দিগন্তরাই ম্যাজিক বানায়।

সেসব জাদুর একটা দুটো
অনভ্যেসেই আঙুলছাড়া।
দ্যাখো, আবার খুলছি মুঠো,
রাত নেমেছে আমার পাড়ায়।

তোমার সঙ্গে নোনতা মিঠে
খুনসুটি প্রেম বিষণ্নতা
তোমার যেটা বাস্তুভিটে,
আমার সেটাই বৃষ্টিফোঁটা।

চলতি পথের হরেক মোড়ে
এমন তোমায় দেখব কত
আগুনপাখির শরীর পোড়ে—
ভাবনা তবু অবিক্ষত।

কখনও ঠিক হয় না দেখা
অথচ রোজ সঙ্গে থাকো
ভিড়ের মাঝে একলা একা
নদীর ওপর যেমন সাঁকো...

এক জন্মের অনেক চেনা।
এক চেনারও জন্ম অনেক।
আশ্বিনে বসন্তসেনা,
ছাড় দেবে কি প্রেমিকজনে?

বেঁচে থাকার এই যে আমেজ,
চিরকালীন, না মরসুমি?
হয়তো আবার নতুন নামে
আমার প্রেমেই পড়বে তুমি।

ভাবনা

আলাদা নই। আলাদা নই কোথাও আমি।
জাপটে আছি কী অসুখে কী উৎসবে
একলা তোমার ভাবনা যখন সুদূরগামী,
এই সময়ের মধ্যে আমায় খুঁজতে হবে।

হয়তো আছি হাতপাখা আর পানের ডিবেয়
হয়তো আছি মাসিক কোনও পত্রিকাতে
নামটা মনে পড়ছে না তাই বলছ কী বেশ...
হয়তো আছি মুঠোর ভেতর, তোমার হাতেই।

ভাবছ তুমি তোমার, কেবল তোমার খাতির
ব্যালকনিতে রাশভারী মেঘ থমকে দাঁড়ায়
কেবল তোমার জন্যে জ্বলে সন্ধেবাতি
বন্ধু নিয়ে রিকশা ঢোকে তোমার পাড়ায়।

হ্যাঁ, তা ঠিকই, মানুষ থেকে মানুষ আসে
বন্ধুতা চায় এই শহরের সমস্ত লোক
তাকিয়ে দ্যাখো, মানুষ তোমায় ভালইবাসে
সন্ধেবেলা একটু কেবল জানলা খোলো।

দেখবে তখন, আলাদা নই কোথাও আমি।
সমান আছি কী আদরে কী বিপ্লবে
একলা তোমার ভাবনা যখন আকাশগামী
এই সময়ের মধ্যে আমায় খুঁজতে হবে।

প্রেমের গান

পুজোর আগে আবার সেই
এক দু'দিনের বসন্ত
বিকেল হলেই কফির খোঁজ
সময় হবে কখন তোর?

রথতলা মোড়, ঝাঁ চকচক
এখন তো আর আসিস না,
মনে পড়ছে, বুড়োর ঘর
এখান থেকে কয়েক পা?

পুজোর আগেই সেবার ঠিক
দু'জন মিলে কী হামলা।
সবাই মিলে জবর গান...
ঝুটঝামেলায় ছিলাম না।

গানবুড়ো তার কথার ধার
নিমেষফেরত সুরের খেল
আমরা দু'জন অনেকদূর...
বুকের ভেতর পাতাল রেল।

আমার ভাষায় রোদের দিন
তোর কথাতে ঝড়ের রাত
ওই লোকটাই আগুনচোর
ওকে নিয়েই কী ঝঞ্ঝাট!

পাচ্ছি যা সব ফেরত দি'
ঠোঁটের হাসি, চোখের জল...
আজ আমাদের প্রেমের গান
সুমনদাকেই শোনাই চল!

ইলশেগুঁড়ি

মেঘের নীচে লাইন পাতা। ট্রেনে চলে না।
সকাল থেকেই দিচ্ছে হাওয়া ইচ্ছেবুড়ি
হাত বাড়িয়ে বর্ষাকালের মিছরি কেনা...
মনখারাপের সাক্ষী কেবল ইলশেগুঁড়ি।

জানলা খোলা, ভিজছে শহর ঝমঝমিয়ে
তোমার খেলা ভাঙার কথা, মেঘ কি জানে?
আজ বাদে কাল পরশু আসছে। নাছোড় বিয়ে।
কাদের যেন ট্রেন চলে যায় আকাশপানে...

আকাশে মা থাকেন তোমার। অনেকদিনই।
খবর পাঠান ভালমন্দ রান্না হলে...
হাতা বাড়িয়ে বর্ষাকালের কাবাবচিনি
তুমিই বলো, খুব সহজে পায় সকলে?

যে যায় তাকে যেতে দেওয়াই সবচে' ভাল।
যে থাকে, তার থাকতে পারাই আসল কথা।
পাখির বাসায় দু'এক কুচি রঙিন পালক...
মানুষই তার নাম রেখেছে বিষণ্ণতা।

মায়ের কথা মনে পড়ছে। ঘা-এর কথা।
মনে পড়ছে শেষ চিঠিটা কেমন কঠিন...
মেহেন্দিরং সন্ধে শোনায় লগ্ন ছ'টা
বর্ষাকালের মারুবেহাগ, সমস্তদিন...

পারলে কাঁদো, কোলবালিশের শরীর ভেজাও
পারলে ভাঙো একটা দুটো কাচের চুড়ি
মেঘের নীচেই লাইন পাতা। আড়ালে যাও
মনখারাপের সাক্ষী থাকুক ইলশেগুঁড়ি...

মুখ

কেউ না তুমি। কেউ না আমি।
দিনগুলো সব সন্ধেগামী।

হাজার লোকের বাজারভিড়ে
শিরার ভেতর রাস্তা ছিঁড়ে

পুব-পশ্চিম ট্র্যাফিক চলে
তবেই লোকে শহর বলে।

হাতের সঙ্গে ধাক্কা হাতের।
মুখোশঠাসা মেট্রো রেলে

শেষমুহূর্তে জায়গা পেলে।
আমার যাওয়া পরেরটাতে।

চোখ থেকে চোখ ছুটল ঝলক—
থামল সময়। আবার চলো...

পারলে খুঁজো, পারলে লুকোও
ট্রামগুলো সব গুমটিমুখো...

বিরাট শহর। মানুষ গড়ায়।
কেউ না তুমি। কেউ না আমি।

সময়, শুধু সময় দামি।
অনেকগুলো মুখোশ কেবল

মুখের কথা মনে পড়ায়...

এমন যদি হয়

এমন যদি হয় শহরে বৃষ্টি ভীষণ দারুণ জল
গানবাজনায় মাতল হঠাৎ পথের ধারে মেয়ের দল

ঘরবাড়ি সব চুলোয় তাদের, ধুলোয় গেছে পড়ার বই
গান ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবার তাদের সময় কই?

গিটার কি বোর্ড ড্রাম আর বাঁশি আগুন লাগায় জবরজং
কে বলেছে এই শহরের সময় কেবল ট্র্যাফিকরং?

ইচ্ছেমতোই গাইছে ওরা, বাজনা ওদের শরীর মন
পাঁচমাথা মোড় ব্যস্ত ক্রসিং থমকে আছে কতক্ষণ...

এমন যদি হয় যে ওদের মধ্যে যে খুব তরঙ্গ
জাপটে এসে ধরল হঠাৎ, কাটিয়ে দিল চরম ঘোর

ওদের দলেই নিল আমায় বন্ধু আমি বাজনদার
খোলা টুপির মধ্যে আমার খুচরো করা অহংকার

ফেলেই আমি সঙ্গী হলাম পরের শহর দূরের ট্রিপ
ইচ্ছেপাড়ির যাত্রা হয়ে সালভাদর বা সাগরদ্বীপ

সেই মেয়েরও পদবি নেই, চুল ছোট, মন ফড়িংছুট
আমার সঙ্গে মানিয়ে গেল, জানিয়ে গেল কী অদ্ভুত

এই যাযাবর বাজনাজীবন ভাগ করে নিই হাতের পাঁচ
গুচ্ছমেয়ের মধ্যে আমি তুচ্ছ আগুন পোহাই আঁচ

অরণ্যানী জলপ্রপাত
পার করে আজ দিন থেকে রাত
তুচ্ছ আমার আগুন ঘিরে হোক শুরু ফের দারুণ নাচ!

অন্নপূর্ণা

উনুন চড়ে বাতিল কাঠে
ধোঁয়া ছড়ায় ধোঁয়া ছড়ায়
ছড়িয়ে যায় সে-তল্লাটে

আমরা দু'জন পথহারানো
ধোঁয়ার মধ্যে দিগ্বিদিকহীন
কাঠের গন্ধে মুহ্যমানও

ধোঁয়ার ভেতর আমরা কেবল
হাত ছাড়িনি পরস্পরের
ভেবেছি পার করেই দেব

কাঠকুয়াশার কী কারসাজি
বেরোতে পারছি না আমরা
জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে আজই

আয় জড়ানো জাপটে ধরা
দুই শরীরের মাঝখানে আজ
ধোঁয়াই যেন স্বয়ম্বরা

চিক চোখে জল, খুশির আঁচে
দিক না-পেয়েও এমন খুশি
সবাই যেন এমনি বাঁচে

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় যাক ভরে যাক
সব কাঁটাতার ঢাকুক ধোঁয়ায়
এমনি কি আর দু'চোখ ভেজা?

তোর ভেজা চোখ চায় আমাকে
কেবল দেখিস সবার ঘরে
উনুন যেন চড়তে থাকে।

সহযাত্রিণী

উল্টোদিকের সিট পেয়েছ হুড়ুমধাক্কা ভিড়ের মধ্যে
ঠিক তোমাকে দেখতে পেলাম, সেই খোলাচুল, হাতের মুঠোয়
মোটকা একটা ইংরিজি বই, মাঝের পাতায় ক্লিপ আটকানো
ইস্তিরিপাট একটা শাড়ি, আগে এমন হালকা সবুজ
পরতে না তো? কিন্তু তোমায় মানাচ্ছে বেশ। বসতে পেয়েই
কী একটা বেশ মেসেজ না কি দেখছ ফোনে, হঠাৎ এদিক...
নাহ, বাঁচালে। এগিয়ে যাব? একটা দুটো কথা... উঁহু
অন্যদিন কী বিরক্তি আজ এই ভিড় আমার আশীর্বাদী
কেবলধাক্কা ভিড়ের মধ্যে মনে পড়ছে বৃষ্টির সেই
কী যাচ্ছেতাই বিকেলবেলা সুটকেস আর ব্যাগ গোছানো,
কত না বার বোঝাচ্ছি আর হাত ছাড়িয়ে তুমিও তেমন
একের পর এক চিঠির বাক্স, জন্মদিনের সব উপহার
ছুড়ে ফেলছ মেঝের ওপর, দেখতে দেখতে মেঝেয় ফাটল
থাকব না আর তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে থাকা যায় না
এক পা চলার লোক না তুমি... এসব কথা বলতে বলতে
দড়াম করে দরজা টেনে... একটা ট্যাক্সি, পেছন পেছন
দৌড়ে এসে আমি তখন কালো ধোঁয়ায় মুখ ঢাকছি...
হঠাৎ কেমন মনে পড়ল এই এতদিন পরে আবার
আবার যখন মেট্রোতে আজ ভিড়ের মধ্যে হালকা সবুজ...
আগে এমন পরতে না তো? চাইলে তুমি কেমন কঠিন।
কয়েকশো ফোন কলের আমার জবাব দাওনি, দশটা ই-মেল
পাড়ায় গেছি, বাইরে তালা, 'ওরা এখন কেউ থাকে না...'
কেউ থাকে না কেউ থাকে না আমার মতো লোকের সঙ্গে
এক পা চলার লোক না আমি... রেলের ভেতর ভিড় কমছে...
রবীন্দ্র সরোবর, নাকি নেতাজি ভবনে নামবে?

অফিস যাচ্ছ? না আজ ছুটি? তৃণার বাড়ি, না অন্য কেউ...
অন্ধকার টানেল পেরিয়ে ছুটেছে ট্রেন পাগলা ঘোড়া
একই দিকে যাচ্ছি কিন্তু কেউ কারও আর কক্ষনও না
এই কি তবে সঙ্গে যাওয়া?

কবরখানা

বিকেল নামছে কবরখানায়। কেউ কোত্থাও।
আমরা দু'জন আলস্য পা, গাছের ছায়া
আর কিছু না, নিজের মতো একটু সময়।

পাখির ডাক আর পাতার গায়ে হাওয়ার ঝিরি
সবুজ ঘাসের এদিক ওদিক সাদা পাথর
নাম লেখা আর বয়েস লেখা মৃতের ফলক।

প্লেন উড়ে যায় মাথার ওপর, প্লেনের শব্দ
মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে, যখন তুমি
একটু কাছে আসবে বলে বায়না করো।

আমরা যখন নিজের মতো অল্প আড়াল
মাথার মধ্যে প্লেনের শব্দ, প্লেনটা কোথায়
অন্য কোনও দেশ-শহরে যুদ্ধে গেল?

আজ এখানে হয়তো যখন হাতের স্পর্শ
দূরে কোথাও পাতার মতোই ঝরছে বোমা
জঙ্গি হানায় তিনশো হত, ঘায়েল বহু

হয়তো তখন ফাটছে দেহ একের পর এক
ধ্বংসাবশেষ কুড়িয়ে নিচ্ছে তদন্তদল
আবার একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষাতে।

একটা কী বেশ পাখি ডাকল। পাতার হাওয়া।
এই তো ধরা হাতের মধ্যে তোমার দু'হাত...
বিকেলের এই শেষ-না-হওয়া কবরখানায়

আমরা দু'জন কেমন জীবন বাঁচতে এলাম?

বৃষ্টিবিকেল

বিকেলবেলা ভাঙাঘুমের পর
এক কাপ চা, ধোঁয়ায় ঢাকা ঘর

দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়ে ঝিম
দূরের যত বাড়িরা টিমটিম

কেমন একটা ভিজে মতন মন
মুখ থুবড়ে বন্ধ আছে ফোন।

পাড়ার মোড়ে মাথারা গিজগিজ
গাড়ি টাঙায় পিছল ওভারব্রিজ

ভাঁজফতুয়া ঘুমপাজামার বেশ
বৃষ্টি থেকে উঠেই এ কোন দেশ?

ঠান্ডা হাওয়ায় মনে পড়ার ছল
কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে গেছে জল...

রিকশাভেঁপু মনকেমনের সুর
কলেজফেরত মেয়েরা চুরমুর

জানলা খুলে এমনি ব'সে। চুপ।
থমকে থাকা মেঘেরা বিদ্রুপ

যা গেছে তা গেছেই জানি, যাও।
এমন বিকেল অনন্ত হয়। তাও

চোখের কোণে যেটুকু চিকচিক...
তুমি এলেই সারিয়ে দিতে, ঠিক।

ইচ্ছে করে

ইচ্ছে করে কামড়ে ধরি কানের লতি।
ইচ্ছে করে সমস্তদিন দস্যিপনা।
ঠোঁট থেকে নুন নিঙড়ে নিলে কার কী ক্ষতি?
কিন্তু তুমি অন্যমনা।

ইচ্ছে করে বালিশবুকে নরম খুঁজি।
ইচ্ছে করে হাতের রেখায় ট্রেকার চালাই।
একের পর এক মারতে থাকি রাজা উজির
কিন্তু তোমার লজ্জা বালাই।

ইচ্ছে করে সাজাই তোমার অরণ্যানী।
ইচ্ছে করে দাবানলের সাক্ষী থাকি।
গরম স্রোতে কিচ্ছুটি আটকায় না জানি...
কিন্তু তুমি রাতপোশাকি।

ইচ্ছে করে সবকিছু আর সমস্তটা
ইচ্ছে করে চেখেই দেখি ব্যথার দানা
ঝড়ের পরে আঙুলডগায় বৃষ্টিফোঁটা...
কিন্তু তুমি অতটা না।

ইচ্ছেগুলো রাখছি এখন বাক্সে পুরে
জলের ধারে দু'জন মিলে চুপটি বসি...
সাবধানী মন, ঘুম আসে না রাতদুপুরে
স্বপ্নে, শুধু স্বপ্নে তুমি দুঃসাহসী!

যে ছেলেটি বন্ধু নয়

রাক্ষসেরা বন্ধু সেজে আসে।
পাহাড়চুড়োয় থমকে থাকে হাওয়া...
ঠোঁট খুলে যায়। বুকদুটো দু'পাশে
কামড়ে ধরে চুমু খাওয়ার আওয়াজ।

চুল খোলাচুল দিগন্তে ডাক পাঠায়
মেঘের সেনা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার
রক্ত গিয়ে ছিটকে লাগে ছাতায়
দরকার কী, এমন শ্রাবণ হওয়ার?

খিদের মুখে জিভই বাপের ব্যাটা।
সবাই তোমায় আদর করে দিত...
তখন আমার হাতের মুঠোয় ব্যথা,
সেসব আমি লিখতে পারিনি তো।

লিখতে গেলেই সব্বোনেশে হাওয়া
ঝাপটে এসে উলটে দেবে খাতা
মেঘ ডেকেছে। শরীরে তার আওয়াজ...
রক্ত এসে ছিটকে লাগে ছাতায়।

আলুর চপ

ছোট্ট পাঁচিল, ঘুপচি ছাদে লোডশেডিং-এর অন্ধতা
দারুণ লাগে তোমার পাড়ার আলুর চপের গন্ধটা।

কেমন একটা মশলা মাখায়, অল্প ঝালে বিট নুনে
এই না-হলে জমবে মুড়ি? চপ না-পেলে কিচ্ছু নেই।

মুড়ির ভেতর লঙ্কা কুচি, জীবন যেমন গল্প চায়
অন্ধকারের একলা ছাদে ঠিক দুটো চোখ জল বোঝায়।

ও কিছু না। ঝাল লেগেছে। তাও কেটে যায় ছন্দ তার
মাদুর কেবল বুঝতে পারে আলুর চপের গন্ধটা।

একবিনুনি ইচ্ছে, তবু সাধের কথা বলতে নেই
কেবল প্রেমের গল্প বলা অন্য কারওর ঝোল টেনে।

মুড়ির ছলে হাত ঠেকে যায়, এক মুহূর্ত আমরা কি...
সন্ধে হলেই ইচ্ছে করে লোডশেডিং-এর মান রাখি।

ছোট্ট ছাদের ঘুপচি কোণে আড্ডা কিন্তু হচ্ছে রোজ
একদিন ঠিক ঝাল লেগে যায়, ছাড়ায় সীমা সহ্যেরও...

সেদিন ভাঙে সব ব্যারিকেড। প্রেমিক বলে বন্ধ ওঠাও!
দেখি, কেমন তোমার মুখে আলুর চপের গন্ধটা!

পিছুটান

ওই যে একটা জ্যান্ত বেকার রাস্তা পেরোচ্ছে
ওই যে একটা পোড় খাওয়া চোখ লুকোচ্ছে কান্না
ওই যে একটা ঝাঁকড়া যুবক ঝাঁপাল মেট্রোয়...
সবার ব্যাপারে তোমার একই ব্যবস্থা?

ওই যে তোমায় ফলো করতে ফোসকা এল পায়ে
সেই যে সেবার বিসর্জনের ভিড়ভাট্টায় কে...
ছুঁয়ে দেবার বদলে ফুস ফুরিয়ে গেল নিজেই
আমার সেসব বলতে খুব ইচ্ছে করছে।

সেই একবার চিলেকোঠায়, স্টেশনে, বাসস্টপে
একলা পেয়েও জোর পেল না, কী ভিতু বিচ্ছু!
তারা সবাই খেই হারাল কোথাও না কোথাও
তুমি কি আর তাদের কথা জানতে ইচ্ছুক?

যুগের পরে যুগ পেরিয়ে তোমার পেছন পেছন
দিগন্তহীন, সবহারানো পুরুষ হাঁটল
তোমার শরীর পার করে চুপ মনকে ছোঁবে বলেই...
এখন তুমি এসব কথায় লজ্জা পাচ্ছ?

এসো, এবার খারাপ হওয়া সারিয়ে দাও মাথা
হাতের পাতায় মুখ তুলে নাও, কপালে দাও টি...
ভীষণ বৃষ্টিতে সব ধুইয়ে দেবার পর
আমরা, দ্যাখো, আবার তোমার পেছনে হাঁটছি!

শহরতলির কাব্য

হাতের রেখায় হাইওয়ে নেই। পাড়ার গলি
সন্ধেবেলা রিক্‌শা-অটো সমঝে চলি।

মোড়ের মাথায় ফুচকাঅলা, রোলের দোকান
চিলেকোঠার জানলা দিয়ে রবীন্দ্রগান।

বন্ধুরা সব যে-যার মতো অফিস-হোটেল
চাঁদই কেবল আগের মতো একলা ওঠে।

বেকার বলেই ডায়াল করি তোমার ফোনে।
প্রিপেড কার্ডে পয়সা ভরাই। কথা তো নেই...

কেবল কানে বাজতে থাকে আবছা কোহেন
ডুবতে রাজি। সুজান, নাকি তোমার মোহে?

নিখুঁত শরীর নিখুঁত মনের স্পর্শখেলায়
আস্তে আস্তে হার মেনে নিই সন্ধেবেলা।

ছুটব কোথায়? আর কতদূর? বসেই হাঁপাই।
আবার যদি ফেরার পথে রিক্‌শা না পাই?

চাঁদের আলোয় সাজতে থাকে শহরতলি...
ভাগ্য আমার বরাবরের পাথরচাপা-ই।

হাতের রেখায় হাইওয়ে নেই। পাড়ার গলি।

একটি পুরাতনী বাংলা প্রেম

শুরু হয় গল্প যখন
কিছু ঝাল, অল্প টকও
মেনে নেয় নরম গলা

ভেসে যায় কোচিং, কলেজ...
ঘোলাটে তেঁতুলজলে
ধরে হাল ফুচকাঅলা।

বিকেলে পাড়ার মোড়ে
ওঠে চাঁদ ঠেকায় পড়ে
আছড়ায় মিছরিদানা

জিভে তার টুকরো বিঁধে
মিটে যায় খুচরো খিদে
তা বলে, পুরোটা না।

সে ছিল আলগাঝুটি
পাঁচটায় কলেজ ছুটি
হাঁটাপথ, শান্ত পাড়া

হাসিতে উপচে উঠে
ফিরত দু'বন্ধুতে,
স্বভাবে নজরকাড়া।

ছিল এক দর্শকও তার,
হাসিদের মুগ্ধ শ্রোতা
দাঁড়াত গলির মুখে

সাধারণ একলা ছেলে,
বিকেলে সুযোগ পেলেই
দেখত দু'বন্ধুকে।

আসলে একজনই তো
নজরের সবটা নিত,
হাতে যার ইচ্ছেখুশি

যদি খুব আলগোছে সে
ছুড়ে দেয় ছোট্ট মেসেজ,
তবে তা পড়াই উচিত।

আলো খুব কম আকাশে।
জাগরণ ক্লাবের পাশে
থেমে যায় হালকা চলা

ছেলেটি ওড়না-প্যাঁচে...
ছোট এই ফ্রেন্ডলি ম্যাচে
রেফারি ফুচকাঅলা।

ভরা গাল, দু'ঠোঁট ভিজে
নিজেকে থামায়নি যে
দু'টাকায় পাঁচটা করে...

‘এবারে ঝাল বেশি দাও—’
সে-ঝালে আঙুল ফিদা
ব্যথা হয় ভুল আদরে।

গলি যায় নীলচে গেটে
সেটুকু রাস্তা হেঁটে
পেরোত সন্ধেগুলো

টিমটিমে সড়কবাতি
রিকশার হাড়হাভাতি
সারা গা'য় ঠাট্টাধুলো

দুটো বা একটা কথা...
ঘণ্টায় পাঁচটা ছ'টা
তবু তার গন্ধ নিয়ে

কেটে যায় বছর পাঁচেক
সেঁকে নেয় অল্প আঁচে
সময়ের নুন মাখিয়ে।

সে-নুনের সমুদ্র নেই।
হয়তো তাই দু'জনেই
হেঁটে যায় বালির দিকে

বালিতে পা গেঁথে যায়...
অকারণ বৃষ্টি ভেজায়
শরীরে নামতা লিখে

নামতাও সেয়ানা খুব
আড়ালে শানায় চাকু
ডেকে নেয় অন্ধকারে

চমকায় পরিস্থিতি,
দমকায় টুকরো চিঠি
কত আর উড়তে পারে।

হঠাৎই কুড়িয়ে পেলে
তুলে নেয় একলা ছেলে—
'বাবা-মা চাইছে স্কলার...'

জাগরণ ক্লাবের পাশে
সাক্ষী জুলাই মাসের
ভেজা এক ফুচকাঅলা।

খোলে প্যাঁচ। ওড়না ওড়ে...
আঙুলে রাস্তা খোঁড়ে
বিরহ ছন্নছাড়া

রোদে দিন দিব্যি মানায়
নেহাতই একটা সানাই
ভরে দেয় ছোট্ট পাড়া

সেদিনও পাড়ার মোড়ে
ওঠে চাঁদ ঠেকায় পড়ে
আছড়ায় বিশ্রীদানা।

চোখে তার টুকরো বিঁধে
সে খাওয়ায় বান্ধবীদের,
তা বলে, পুরোটা না।

কিছুটা মাংস কেটে
রেখে দেয় বুকপকেটে
হৃদয়ের শক্ত মলাট...

ভেতরে বৃষ্টি হলে
সে-জলে তেঁতুল গোলে
কোথাকার ফুচকাঅলা।

ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি হেরে
তবু কেউ পাড়ায় ফেরে
দু'হাতে টাটকা পলা

ভেঙে যায় গল্প যখন
কিছু ঝাল, অল্প টকও
মনে হয় তিরের ফলা।

আজও তার আলগা ঝুটি
কাজে ভুল করায় ত্রুটি
মেপে নেয় একুশ তলা

নীচে আর যায় না দেখা
বিকেলের পাড়ায় একা
হেঁটে যায় ফুচকাঅলা...

যাদবপুরের মাঠ পেরিয়ে

এমন বিকেল আসবে না আর কক্ষনও ঠিক।
যাদবপুরের মাঠ পেরিয়ে একখানা মেঘ
যেমন তেমন একবিনুনি, হাওয়াই চটি...
তোমার পাড়ায় যখন আমার সন্ধে নামে।

ছাত্রীরা সব জটলা করে গাছের নীচে
চায়ের গেলাস ভাগ হয়ে যায় একটাকে তিন
কোথাও দাবার চুপ জটলা, একবারই চেক...
বারাসাতের বাস বলে যায় চরৈবেতি...

মনখারাপের কারণ খোঁজার বাহানা চাই।
বন্ধুর মুখ ভিড়ের ভেতর হয়তো কোথাও...
হয়তো কোথাও টিমটিমে এই এমনি বাঁচা
পাহাড় থেকে আছড়ে পড়ে খরস্রোতা।

কে জানে কার কী মানে হয়। আজ বাদে কাল
মুখগুলো সব পালটে যাবার গল্প শোনায়
ইটের গায়ে ঠোকর খেয়ে হাঁটতে শেখা...
জীবন তো রোজ পাতায় পাতায় বিখ্যাত না।

দোসার গাড়ি টংটঙিয়ে। খদ্দের নেই।
টিভি চলার আওয়াজ আসে কাছ থেকে দূর
কী একটা বেশ আবছামতো পড়ছে মনে...
মানুষ এরই নাম দিয়েছে স্মৃতিমেদুর?

গাছগুলো সব অলস হল। ক্যাম্পাসও ঝিম।
যাদবপুরের মাঠ পেরিয়ে একখানা মেঘ
খুব-চেনা-নয় কারওর মতো হাঁটছে রোজই
তোমার পাড়ায় যখন আমার সন্ধে নামে...

সাহানা

যখন আমি ধৈবতে যাই, তুমি দাঁড়াও রেখাবে
আমার কাছে দূরত্ব যা, তোমার কাছে বাহানা
আর কতদিন মনকে এমন মিথ্যে বলা শেখাবে?
মাঝরাতে ঝিম। বাজতে থাকে রাশিদ খানের সাহানা।

ঝাঁপতালে সুর ভিড়ছে সমে, চুপ হয়েছে চারিদিক
কাচগেলাসে ঠুনকো বরফ, ঘুমসোনালি পানীয়...
নোঙর তোলার আওয়াজ আসে, জাহাজ নিয়ে পাড়ি দি'
তবু কোথাও নিজের কোনও খবর পেলে জানিও।

কে বলেছে সুরের সঙ্গে সুরায় এমন মেশাতে?
পঞ্চমে এক ছোট্ট জখম, শিউরে বলি 'আহা... না...'
দূরত্বকে সঙ্গী করে ডুব দিয়েছি নেশাতে
মাঝরাতে ঝিম। বাজতে থাকে রাশিদ খানের সাহানা।

খবর

সময় বাজায় নিজের গৎ
বেহাল আমার অবস্থাও
তোমার চোখেই ভবিষ্যৎ,
দূরের কোনও খবর দাও।

কোথায় মানুষ সহজ মুখ
পৌঁছে গেছে নিশান ঠিক...
আমি নতুন আগন্তুক,
এসব শুনেও কী শান্তি।

কোথায় মানুষ এখন চুপ
ঠিকরে পড়ার অপেক্ষায়
সময় তবু কী বিদ্রূপ—
অস্থিরতার হিসেব চায়।

জানলা খোলো, ওড়াও চুল
শরীর ভাসুক, বাড়াও হাত
হয়তো সময় চোখের ভুল
কোথাও আছে রঙিন রাত।

আমরা কেবল পৌঁছতেই
সময় নেব দু'চারদিন
যখন কোথাও দুঃখ নেই
এই পৃথিবী ঈর্ষাহীন।

ততক্ষণই কেবল ক্ষয়
ঝরতে থাকে সময়টাও
তোমার যদি সময় হয়,
দূরের কোনও খবর দাও।

দস্যু অভিযান

কী নরম তিনতলা ঘর মোমের আলো বইছে চারিধার
খাতাবই সরিয়ে রেখে হাত ধরে তার বাদামি ঠোঁট 'প্লিজ'
ইতিহাস স্যারের ভাল ডিউটি এই পড়ার বদলে
তাকে রোজ শোনাতে হয় নতুন নতুন রোমাঞ্চ সিরিজ।

জাদুকর টিংকা এবং রতনকুঠির গুপ্তধনের খোঁজ
রিটায়ার্ড মেজর বাসুর শেষ বয়সের দস্যু অভিযান
চোখে কম দ্যাখেন কিন্তু কেমন দড়ো বিজন গোয়েন্দা
এই তো সিআইডি ঘোষ সেদিন পেলেন যমুনা সম্মান।

এসবের ফাঁকেই চলে ডবল ডিমের মামলেট আর চা
এসবের ফাঁকেই কখন চোখের ফাঁদে জড়ায় ইতিহাস
পেরিয়ে তিনতলা ঘর ছাদের পাঁচিল সাক্ষী থাকে সব
স্যারও তো বলতে গেলে মাধ্যমিকে কোনওরকম পাশ

তবে তাঁর চশমাঝোলানীলফতুয়া সব মিলিয়ে বেশ
তবে তাঁর সাইকেলে যেই টিরিং টিরিং ঘণ্টি বাজে রোজ
ভিতুমুখ ছাত্রীটি তার বেড়ালছানা মাস্তুকে তুলতুল
রাতে তার লেগেই আছে কোলবালিশে আদুরে মুখগোঁজ

স্যারেরও দু'বার আঘাত, হালকা করে হৃদয়ে ব্যান্ডেড
কত আর বানানো যায় নতুন নতুন রোমাঞ্চ সিরিজ
ছমছম তিনতলা ঘর গুপ্তধনের লুকনো সংকেত
কী নরম বেড়ালছানার হাত ধরে তাঁর চাপা গলায় 'প্লিজ...

তারপর জ্বলতে থাকে আড়ালে মোম, সামনে পরীক্ষা
মামলেট ঠান্ডা হল, চা গলে জল, ইতিহাসে টান
শুধু এক ছাদের পাঁচিল সাক্ষী থাকে রোমাঞ্চদৃশ্যের
কী আগুন তিনতলা ঘর, ঐতিহাসিক দস্যু অভিযান।

সুতো

শ্যামবাজারের পাঁচমাথা মোড়। টাইম স্কোয়্যার।
দোকান। ট্রলি। ট্র্যাফিক। ক্রসিং। অগুনতি ছুট।
মানুষ। মানুষ। মানুষ। মানুষ। মানুষ। কেঅস।
ক্লান্তি নিয়ে রাস্তা পেরোয়। দুঃখে নিচু।

ব্রিফকেসে মন বন্দি করে কেউ হেঁটে যায়
কেউ ভিখিরি খুচরো আশায় হৃদয় পাতে
তোমার আকাশ ভাগ হয়েছে হয়তো আজই,
চাঁদ উঠেছে ম্যানহাটানে। কলকাতাতে।

দূরত্ব বেশ কয়েক হাজার কিলোমিটার
দূরত্ব বেশ সাদা কালো চামড়া পোশাক
কিন্তু তুমি ঠিক তাকালে একই কেঅস
সবার ভেতর একইরকম দুঃখ পোষা।

এই আমাদের ভালবাসার দুটো শহর
অনেক অনেক অনেক শহর একইরকম
তোমার সঙ্গে আমার যেমন অনেক অমিল
তবু আমরা এক ওষুধে সারাই জখম—

এমনি করে এক হতে মানুষই পারে।
কোথায় কখন কেমন, কিছু যায় আসে না
এক শহরে অনেক বছর কাটাও যদি
দেখবে আরেক শহরে সব রাস্তা চেনা।

এসো, আমরা সব মানুষের সঙ্গে হাঁটি
চারটে মুঠোয় আঁকড়ে ধরি সবার মুঠো
যে যেখানে যেমন আছে জড়িয়ে নিই
কে না জানে, ভালবাসার একটা সুতো!

আন্দোলন

বন্ধ আছে কারখানাটা, জংধরা সব মেশিনপত্র
গেঞ্জি না কী তৈরি হত, বাতিল কাপড়, ঝুল পড়া বাল্‌ব
ঘুপচিমতো মিটার ঘরের একপাশে দারোয়ানকোঠি।

এসব যেন আগের জন্মে। ঠিক যেরকম সোনার কেল্লা
দুষ্টু লোকটা কখন এসে লোহার তালা ঝুলিয়ে গেছে
বাইরে দু'দিন আন্দোলনের ছবিই কেবল ছাপত কাগজ।

বাইরে চলছে একটা শহর, ট্যাক্সি-অটো-ট্রাম-মিনিবাস
বাইরে একটা গোটা সময় ঝকমকিয়ে বয়ে যাচ্ছে
মাঝখানে ঠিক ভূতের মতো থম মারা এই কারখানাটা।

আমরা এলাম।

আমরা তো সেই কবে থেকে জায়গা খুঁজছি, একটু আড়াল
আন্দোলনের সাহস হয়নি তাই দু'জনে এক বিকেলে
ভাঙা পাঁচিল টপকে এলাম, ভেতরে কাকচিল বসে না।

আমরা তখন দাঁড়িয়ে আর চারপাশে সব বাতিল মেশিন
স্তব্ধ হওয়া ঘটাংঘটের মধ্যে আমরা প্রথম চুমু
জংধরা ঠোঁট স্পর্শ পেতেই কোথায় যেন আওয়াজ হল

চারপাশে বিক্ষোভের দেওয়াল, পোস্টার আর ব্যর্থ প্ল্যাকার্ড
তারাই কেবল সাক্ষী থাকল গোপন একটা আন্দোলনের
অনেকদিনের একটা দাবি মিটতে দেখে খুশি তারাও?

কতরকম খাওয়ার গল্প, কতরকম মুখের দাবি
একমুহূর্ত আগের জন্ম, প্রেমিক কিংবা শ্রমিকজীবন
কেউ-না-আসা কারখানাতে হঠাৎ করে ইচ্ছে হল

আমরা দু'জন নতুন করে তালা খোলার দাবি জানাই।

প্রেমিকজনের চিঠি-২

ওই কথা কি ওইভাবে কেউ বলতে পারে?
হঠাৎ করে, সিঁড়ির বাঁকে, অন্ধকারে?

নিশ্বাসে নাক গন্ধ পোহায়, চনমনিয়া...
ঘুপচি মতো মুঠোর ভেতর একলা টিয়া

ছটফটাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। চাই না উড়ান?
ঠাকুরঘরের চাতাল থেকে পাহাড়চূড়া?

ঠোঁটের ওপর ঘাম মুছে নাও। ডাকছে নীচে।
নখের ঘেরে কেটেছে হাত, ওষুধ মিছে।

বুকটুকুনির ওঠানামায় ধুকপুকুনি
জড়িয়ে নেওয়ার মন হলে কে ছাড়ত শুনি?

কিন্তু এখন সবটা ইচ্ছে করছে না যে
হয়তো হঠাৎ উড়বে টিয়া, ভিড়ের মাঝেই...

এইটুকু তো অতৃপ্তি দাও প্রেমিকজনে,
একটা চুমু না-খাওয়া থাক, এই জীবনে।

খুনি

সে তোমায় মারবে বলেই চাক্কু ছুরি।
গোপনে প্রতিশোধের গন্ধ শানায়
সে তোমার পথের বাঁকে না-মঞ্জুরি
বাঁকিয়ে লৌহযুগের অস্ত্র বানায়।

সে তোমার চিঠির পাতা দুমড়ে জিরাফ।
ছেড়ে দেয় লরির নীচে, ধুমসো ধোঁয়ায়
সে তোমার চোখের নীচেই রাখছে শিরা
কে আর আজ তার জখমে আঙুল ছোঁয়ায়...

সে তোমায় ধরবে বলেই অফিস কামাই।
সেজেছে যুদ্ধসাজে, আনছে ঘোড়া
তামাটে বর্ম ভেবে পরছে জামা
সে এখন মেঘের ডাকে থামবে থোড়াই?

কী ভীষণ বৃষ্টি হবে ঝড়ধুলোতে
জলে ধার চকমকাবে ঠান্ডা ছুরির
চোখে চুপ চাউনিবরফ, আগুনস্রোতে
রাতে আজ শান্ত হবে দস্যুপুরী।

তুমি কোন বইয়ের খোঁজে কলেজ স্ট্রিটে
দ্যাখোনি আসছে সেনা ছদ্মবেশী
সে তোমার ফিরিয়ে দেওয়ার বদলা নিতে
এলে আজ চমকে যাবে বড্ড বেশি?

সে তোমায় ছাড়বে বলেই অ্যাত্তো কিছু।
ফেরাবে মাটির বাউল, মেলায় কেনা
দেখো তার হাত পকেটে, দু'চোখ নিচু...
তুমি তার বিষণ্ণতার দাম দেবে না?

ভুল বসন্তের কবিতা

তিনটে চারটে ভুল বসন্ত
হাওয়ার ঝাপটা... পুরুষ মন তো,
আঁচল থেকে জমির দিকে উড়ান দিচ্ছে

মন জানানোর ব্যর্থ ছন্দ,
মাথার মধ্যে ঠোঁটের গন্ধ।
চুমুর চেয়েও রোমাঞ্চকর চুমুর ইচ্ছে।

শান্তশিষ্ট কলেজকন্যা,
দেখতে শুনতে শ্যারন স্টোন না।
কিন্তু সে রোজ রোদের কাছে তালিম নিচ্ছে।

রং ছড়াচ্ছে কমন রুমটি
বুকের ভেতর ট্রামের গুমটি...
চুমুর চেয়েও অনেক গোপন চুমুর ইচ্ছে।

যে-নিশ্বাসের গরম ঝড়কে
যায় না বাঁধা নরম তর্কে—
জিভ ছাড়া তো সে-নিশ্বাসের নেই চিকিচ্ছে

কিন্তু সে-জিভ জড়িয়ে চুপটি
লিপস্টিকের নেই বিলুপ্তি
চুমুর চেয়েও পর্দানসীন চুমুর ইচ্ছে।

তিনটে চারটে ভুল বাসন্তী
ঘুমের মধ্যে পাগলা ঘন্টি!
না-পাওয়া সেই গন্ধস্বাদের কাব্য লিখছে...

বেশিরভাগই এক শালিখ তো,
মেলে না তাই মাত্রাবৃত্ত।
চুমুর চেয়েও অসম্পূর্ণ চুমুর ইচ্ছে।

এখন বৃষ্টি নাছোড়বান্দা
ভাগ করে নেয় ঘর-বারান্দা।
হয়তো সে আজ অন্য কারও সঙ্গে ভিজছে...

ঠোঁটের বয়স বাড়তে বাড়তে
রাখছে আদর স্মৃতির স্বার্থে।
চুমুর চেয়েও অতীতগামী চুমুর ইচ্ছে।

ট্যাক্সিতে, এক সন্ধেবেলা

চুমু খাওয়ার আগমুহূর্তে জানলাতে ঠিক এসে দাঁড়ায়।

অনেক কষ্টে ট্যাক্সি পাওয়া, দশটা টাকা বেশি চাইল
তা হোক। এখন অনেকখানি সময় আছে, সাতটা সবে।
রিচি রোডের মুখ থেকে ভাই সোজা চলুন ভিক্টোরিয়া।
নামব না, জাস্ট একটু ঘুরে রেড রোডটা নিতে পারেন
আপনি চালান। বলে আমরা হাতের মধ্যে শক্ত মুঠো।
কেউ কারও মুখ দেখতে পাই না, বুকের বোতাম খুলতে থাকে
দেখলে দেখুক, পয়সা দিচ্ছি, ট্যাক্সিওলা আয়না ঘোরায়
হঠাৎ একটা লম্বা ট্র্যাফিক, সামনে বোধহয় অ্যাক্সিডেন্টই...
ঘামছি খুব আর মুখের কাছে মুখ এনেছি, এবার একটা...

সেই মুহূর্তে জানলাতে ঠিক।

ধূপ কিংবা মা মনসা, অনাথ নয়তো বাবার টি.বি.
মিষ্টি মুখের একটা ছেলে কেবল পয়সা চাইতে থাকে।
প্রথমটা ঠিক পাত্তা দিই না, পরে বোঝাই, খুচরো নেই রে
মিটার বাড়ে, চুমুর সময় ছড়িয়ে পড়ে খুচরো হয়ে
আমার প্রেমের মধ্যে একটা খুচরো ছেলে এসে দাঁড়ায়।

বৃষ্টি পড়ে টিপটিপ সে ভিজতে থাকে হাত বাড়িয়ে
'দিন না দাদা, দিন না দিদি'-র নাকে কান্না নিয়মমাফিক...
সব ট্যাক্সির জানলায় রোজ একটা করে খুচরো ছেলে

খিদের মুখে এসে দাঁড়ায় এক মুহূর্ত অনন্তকাল
কী দিই ওকে? যায় না কেন? চোখদুটো ঠিক কার মতো না?

দুই পৃথিবী ভাগ হয়ে যায় এক জানলার এপার ওপার...

খিদের মুখে প্রশ্ন হয়ে সবার চুমু আটকে থাকে।

তর্কছাঁট

চোখদু'খানা পাথরকাটা, ঠোঁটদুটো পশমের।
আর সব তুলনা পাই মুঘল স্থাপত্যে
একটাই ঝামেলা যেটা দেখা হলেই হয়
আমার সব বাক্যে তার প্রবল আপত্তি।

এই বলে আজ সবুজ তো সে ওই বলে আজ কালো
ঝগড়া চালায় এমন যেন সময় অনন্ত
কথা বলতে বলতে তার ঠোঁটের নীচে ঘাম
ইচ্ছে করে চেখেই দেখি অসহ্য নোনতা।

যখন আমার ঘুম আসে না, স্বপ্নে দেখি খুব
ভোররাতে সে ছাদের ধারে চেনাচ্ছে নৈঋত...
রিকশা করে আকাশে তার হাসির আলো বেড়ায়
দেখতে দেখতে ছাদেই কখন আহিরভৈরো...

এসব তাকে বলি না। সেই ঝগড়ুটে বেড়ালি
বৃষ্টিতে সব হিরের কুচি কুড়িয়ে ক্লান্ত...
দু'এক টুকরো আমায় দিলে চোখের কোণে রাখি
কেমন দেখায় যদি তুমি নিজেও জানতে...

তখন ভাবি তর্কছাঁটে ভেজাই আমার কাজ
হার মানব হাজারবার, সেও ভি আচ্ছা
দিনেরবেলা যা খুশি হোক, দেখতে চাই রাতে
দুটো পাগল রিকশা চেপে আকাশ বেড়াচ্ছে!

জঙ্গি

ফেটে পড়ার সেকেন্ড আগে লোকটা কী ভাবছিল?
শরীর জুড়ে সব-ওড়ানো-বিস্ফোরকের পোশাক
একমুহূর্তে সমস্ত শেষ। একটা কেবল বোতাম।

এই যে এত ব্যস্ত বাজার, মানুষ আসা-যাওয়া
হাতের কাছে পাঁচ-ছ'খানা বিশাল বিল্ডিং
তার পাশে পার্ক, বাচ্চারা সব খেলায় মশগুল...
একটু পরে এসব কিছুর কিচ্ছু থাকবে না।

এর জন্যে কয়েকশো রাত জেগে কাটানো।
এর জন্যে কয়েক হাজার ঘণ্টার ট্রেনিং।
এর জন্যে একটাই পথ। বিশ্বাস। বিশ্বাস।

সে জানত না কেমন লাগে, যখন বোমা ফাটে
কয়েক কিলো আরডিএক্স শরীর ফেটে বেরোয়
সে জানত যে এই দুনিয়ায় এটাই তার কাজ।

কিন্তু ফেটে পড়ার আগে লোকটা কী ভাবছিল?

একটু পরেই শব্দ ধোঁয়া সব মিলিয়ে স্তূপ
কংক্রিটে আর মাংসে মিলে আজব কারখানা
শহর জুড়ে রেড অ্যালার্ট, তদন্ত পুলিশ।

ওরা ঠিকই বার করবে চোখ-পা-মাথা-কান
জুড়বে আর ফাইল দেখে মিলিয়ে নেবে ঠিক

কোন জঙ্গি করল, এটা কোন দলের কাজ।

কিন্তু যেটা কোনওদিনই বুঝতে পারবে না
ফেটে পড়ার আগে লোকটা ঠিক কী ভাবছিল।

তোমার তোমার তোমার তোমার কেবল তোমার মুখ!

মার্কশিটের কবিতা

কে ছাদে মেলতে গেছে কাপড়, ফেরেনি
কে বিকেল কিনতে গিয়ে আকাশ সাড়ে চার
কে বাজার উপচে থলি সন্ধেবেলার নীল
কে হঠাৎ রিক্‌শা থেকে গোলাপগাছের সার

কে ক্যারাম দুর্দান্ত, এক টোকাতে চুপ
কে চাঁদার স্লিপ কেটেছে আঙুলে চিনচিন
কে দারুণ বিপ্লবী তাও ব্যাকুল বঁধুয়া
কে মাথায় ফেট্টি বেঁধে সনম তেরে বিন

কে অটোর ডানদিকে সিট, রুমালে নকশা
কে কোচিং বন্ধ করে ফেরার পথে নোট
কে রাতের রান্নাঘরে চাঁদোয়া সসপ্যান
কে মুঠোয় রাখবে বলে ভাঙেনি আখরোট

কে টিভির অ্যান্টেনামন, সন্ধেসিরিয়াল
কে দুধের সরটুকু খায়, সচিন ফেভারিট
কে ক'দিন জেল খেটেছে হৃদয়-অপরাধ
কে ঘুমের বাড়ি বানায়, মাথার নীচে ইট

কে পিঠের উল্কি হঠাৎ সিগার মুখে চে
কে কোমল মুদির দোকান, উপচে পড়ে চাল
কে কাঁদে উপুড় হয়ে, সাক্ষী চিরুনি
কে আজও কুঁয়োর ভেতর, বাইরে যাবে কাল

এরা সব প্রেমের কাছে একটু করে কম
যদি খুব, বলছি, মানে, অন্যায্য হয়, তাও
বিকেলের দিব্যি দিয়ে বলছি তোমায়, প্লিজ
এদের আজ তোমার খাতায় পাশ করিয়ে দাও।

আবার একটা প্রেমের লেখা

তোর জন্যে লিখতে পারি ইচ্ছেমতো বেশকবিতা
তোবড়ানো এক চায়ের কেটলি, পাশেই বাসি খবরকাগজ
তোর জন্যে লিখতে পারি পাড়া-ক্রিকেট তিন বলে দশ
জানলা থেকে জানলা রোদের মাকড়সা-জাল লিখতে পারি

এমনকী খুব বৃষ্টি হলে জলঝুপ্পুস কলেজ স্ট্রিটে
বই ভিজে কাক একটা সন্ধে লিখতে পারি তোর জন্যে
যে-স্টপেজে দাঁড়ায় না ট্রাম, তারও থাকে বাদামওলা
তোর জন্যে দিন তো দেখি গরম গরম লিখতে পারি

তোর জন্যে লিখতে পারি এই ছিল এই নেই কী ম্যাজিক!
মুঠোই খোলা, বন্ধ দু'চোখ জন্মদিনের ছুট্ উপহার
তোর জন্যে ব্ল্যাক কফিতে দশটা চিনি লিখতে পারি
লিখতে পারি খুচরোবদল ভিখিরি হাত তোর জন্যে

লিখতে পারি তেল কাঁচা আম, ভদকা ডাবের জল মিশিয়ে
একটু তাতে লেবুর কোয়া লঙ্কা কুচি লিখতে পারি
তোর জন্যে লিখতে পারি ভুল সিলেবাস পরীক্ষাহীন
বিকেলবেলার সবটুকু রোদ লিখতে পারি তোর জন্যে।

তোর জন্যে বাউল বাতাস, বোলপুরে ট্রেন, স্টুডেন্ট স্ট্রাইক
লিখতে পারি রাতের আড়াল বিপ্লবী সব দেয়াল লিখন
খেয়ালবিহীন তোর জন্যে লিখতে পারি সমুদ্রপথ
ঝড়ের মুখে নৌকো নাছোড় তোর জন্যে লিখতে পারি

তোর জন্যে কাঠ বেকারের জমিন্দারি লোক হাসানো
একলা হঠাৎ দমকা যখন বন্ধুরা সব অন্য ঘরে
আবার ভিড়ে না-চেনা-চোখ তোর জন্যে লিখতে পারি
লিখতে পারি নিপাত যাকের জ্যান্ত স্লোগান তোর জন্যে

তোর জন্যে ঘুম-ভাঙা-ঠোঁট, নিশ্বাসে চুপ শুকনো পাতা
লিখতে পারি মশমশিয়ে গামবুটে এক অরণ্যদিন
রেস্ট হাউসের মুরগি-রুটি, চাঁদের রাতে হালকা দু'পেগ
তোর জন্যে নেশার পরেও এক দু'লাইন লিখতে পারি।

তোর জন্যে নতুন কুকার, পুরনোটা ছুড়তে পারিস
মাথায় লাগলে অ-এ য-ফলা অ্যাম্বুলেন্সও লিখতে পারি
এ-সংসারের হাবিজাবি জাবদা হিসেব ফর্দ দলিল
সবক'টাকে বাতিল করে লিখতে পারি নতুন খাতায়

তোর জন্যে হাজারটা প্রেম হাতছানি হাত ছাড়িয়ে এসে
কয়েকটা দিনরাতের সেসব যোগাযোগের ব্রিজ পেরিয়ে
লিখতে পারি তলায় একটা পাগলা ঝোরা বয়ে যাচ্ছে
কাটুম কুটুম ঝগড়া ভুলে চল তাতে আজ পানসি ভাসাই।

তোর জন্যে মেঘে কেটে রোদ, রোদ কেটে মেঘ লিখতে পারি
বর্ষাকালে তুষারঝড়ের সম্ভাবনা তোর জন্যে
সব মহাদেশ পেরিয়ে আসা ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা মুখে
তোর জন্যে লিখতে পারি আবার একটা প্রেমের লেখা।

সব জটিলের ট্র্যাফিক ভেঙে ফায়ার ব্রিগেড তোর জন্যে।
লিখতে পারি রাতের গাছে ঘুম ফোটানোর স্বপ্নচারা
স্টিমরোলারের চাকার নীচে খেই হারিয়ে পড়তে গিয়েও
হঠাৎ সামাল দস্যি কাগজ তোর জন্যে লিখতে পারি।

জীবন, আবার জীবন এসে দাঁড়ায় যদি চৌকাঠে আজ
ফ্যান চালিয়ে বসতে বলেই চা চাপাব রান্নাঘরে
হয়তো তখন চানে গেছিস কিংবা অফিস খাটাচ্ছে খুব
আমি কিন্তু সবটুকু তার তোর জন্যে লিখতে পারি।

হয়তো অনেক ভুল করেছি, ঠিক করা কি সহজ কথা?
কিন্তু আমরা আজও তেমন বন্ধুরোদে বান্ধবীগাছ
জানলা থেকে আলোবছর দূরের তারা তোর জন্যে
লিখতে পারি। বাকিজীবন আমার পাশে থাকবি তো, বল?

জিত

যেমনভাবে থাকতে বলো, রাজি।
যা খুশি তাই বলে বলুক লোকে
আমার বাঁচা দৃষ্টি পেল আজই
বাজারফেরত পারসে মাছের চোখে।

আমার বাঁচা সফল হল হঠাৎ
বিক্রি হওয়া কাগজমুখোশগুলোয়
ঘড়িতে ঠিক সন্ধে সাড়ে ছ'টা...
আমার বাঁচা প্রাণ পেয়েছে ধুলোয়।

আমার বাঁচা ক্লান্ত মোষের শিং-এ।
বিশ্রামী। তাও রাগিয়ে দিলে খ্যাপা।
আমার বাঁচা প্ল্যাকার্ড-এ, হোর্ডিং-এ
বস্তি থেকে লাফিয়ে স্কাইস্ক্র্যাপার।

যেমনভাবে থাকতে বলো, আছি।
কেবল দেখো, লিখতে যেন পারি
শহরটাকে নিঙড়ে নিয়েই বাঁচি—
শেষমেশ জিত প্রেমের কবিতারই।